আবিষ্কার গাইড ১২

প্রার্থনার উত্তর লাভের রহস্য

অ্যানাতলি লেভিটিন, জনৈক রাশিয়ার লেখক এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, সাইবেরিয়ান গুলাগে বহু বৎসর বসবাস করেছিলেন। এখানে মাটিতে জমে ছিল ঈশ্বরের প্রতি অফুরন্ত আকৃতি। এখানে আত্মিক ভাবে উপযুক্ত হয়ে তিনি গড়ে উঠেছিলেন।

তিনি লিখেছেন ঃ ''জগতের সর্বোত্তম আশ্চর্য আমার জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে প্রার্থনার মাধ্যমে। আমি ঈশ্বরের কথা স্মরণ করলেই আমার শরীরে কোথা থেকে যেন শক্তি এসে সারা দেহমনকে সঞ্জীবিত করে তোলে। কি এই শক্তি? আমি জীবনভারে পরিশ্রান্ত নগণ্য বৃদ্ধ বইতো নয় -- কিন্তু এই অপ্রতিহত অদম্য শক্তি আমাকে প্রাণবন্ত করে তোলে আমি নবোদ্যমে সতেজতায় পরিপূর্ণ থাকি।''

এই গাইডে আমরা প্রত্যক্ষ করব প্রার্থনা কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ককে মজবুত করতে এবং স্বাস্থ্যবান খ্রীষ্টীয় জীবন গঠন করতে সহায়তা করে।

## ১। ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন

আমরা কিভাবে বুঝতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন?

''আর তোমরা আমাকে আহ্বান করিবে, এবং গিয়া আমার কাছে প্রার্থনা করিবে, আর আমি তোমাদের কথায় কর্ণপাত করিব। আর তোমরা আমাকে অন্বেষণ করিয়া আমাকে পাইবে; কারণ তোমরা সর্বন্তঃকরণে আমার অন্বেষণ করিবে; আর আমি তোমাদিগকে আমার উদ্দেশ পাইতে দিব।'' - যিরমিয় ২৯ঃ ১২, ১৩

যীশু আমাদের প্রার্থনা শোনার পক্ষে কি নিশ্চয়তা দিয়েছেন?

''আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যাঞ্চা কর, তোমদিগকে দেওয়া যাইবে, অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।'' -- লুক ১১ঃ৯

প্রার্থনা দ্বিমুখি কথোপকথন। সেজন্যই যীশু অঙ্গীকার করেছেন ঃ

''দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি, ও আঘাত করিতেছি; কেহ যদি আমার বর শুনে ও দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি তাহার ভোজন করিব এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে।'' -- প্রকাশিত ৩ঃ ২০

কিভাবে সান্ধ্য ভোজে খ্রীষ্টের সঙ্গে সহভাগিতা করা সম্ববপর? প্রথমে তাঁকে আমাদের মনের কথা বলতে হবে এবং মনোযোগ সহকারে তাঁর উত্তর অবধান করতে হবে। প্রার্থনায় একনিষ্ট থাকলে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারবেন। ঈশ্বরের বাক্য অনন্যচিত্তে অধ্যয়ন করলে সেই শাস্ত্রবাক্যের মাধ্যমে তিনি আমাদের সঙ্গে কথোপকথন করবেন। প্রার্থনা খ্রীষ্টীয় জীবনের প্রধান অঙ্গ।

''অবিরত প্রার্থনা কর; সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ কর; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা।'' -- ১ থিষল ৫ঃ ১৬-১৮ কিভাবে আমরা ''অবিরত''

প্রার্থনা করতে পারি? আমরা কি পরমপিতার কাছে প্রার্থনাশীল থাকতে প্রতিনিয়ত জানু পেতে থাকব? অবশ্যই নয়। কিন্তু আমাদের যীশুর সঙ্গে এমন সুগভীর সংস্পর্শে থাকতে হবে যেন আমারা সর্বস্থানে এবং সদাসর্বদা খোলামনে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি।

‘‘রাস্তায় ব্যস্ত জনতার মধ্যে, ব্যবসায়িক লেনদেনের মধ্যে, সর্বদাই আমরা ঈশ্বরের কাছে আবেদন পাঠাতে পারি এবং দিব্য সাহচর্য প্রার্থনা করতে পারি।. . . আমাদের সদাসর্বদা হৃদয়দ্বার খুলে রাখতে হবে। আর আমাদের আমন্ত্রণ পৌছালে তবেই যীশু দিব্য সহায়করুপে আগমন করে আমাদের হৃদয়ে বসবাস করতে সক্ষম হবেন।’’ শক্তির সন্ধানে, পৃষ্ট ৯৯।

এই প্রকার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের উন্নতি সাধনের অন্যতম উপায় হল প্রার্থনায় একনিষ্ট থাকার অভ্যাস।

‘‘তাঁহার কাছে আমার ধ্যান মধুর হউক; আমি সদাপ্রভূতে আনন্দ করিব।’’
-- গীত ১০৪ঃ ৩৪

প্রার্থনার সময় গতানুগতিক শব্দের পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নাই। সবুর করুন এবং শ্রবণ করতে থাকুন। ক্ষুদ্র কোন প্রর্থনার প্রতিফলন আপনার সঙ্গে ঈশ্বরের সর্ম্পকে দারুণভাবে জোরালো করতে পারে।

‘‘ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও তাহাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্তী হইবেন।’’ -- যাকোব ৪ঃ৮

যীশুর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলুন। আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়ার জন্যই তিনি মৃত্যু যন্ত্রণার আস্বাদন করেছেন।

## ২। কিভাবে প্রার্থনা করবেন

আমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট হওয়ার সময় অবশ্যই প্রভুর প্রার্থনার আদর্শ অনুসরণ করব।

শিষ্যদের অনুরোধে যীশু তাদের প্রার্থনার আদর্শ সূত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন ঃ

‘‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতেও হউক; আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও; আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি; আর আমদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর। কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার আমেন ।’’ - মথি ৬ঃ৯ - ১৩

যীশুর এই আদর্শ প্রার্থনার অনুকরণে আমরা দিব্য পিতার সান্নিধ্য পাই। দৈহিক চাহিদা এবং করুণার জন্য তাঁর কাছে যাঞ্চা করুন। স্মরণে রাখবেন পাপের প্রতিকারের যোগ্যতা আমরা স্বর্গীয় পিতার নিকট থেকে পাই। খ্রীষ্টের প্রার্থনা প্রশংসা দানের প্রতিলিপি। কোন এক অনুষ্টানে যীশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন তারা যেন পিতার কাছে ‘‘যীশুনামে’’ সব কিছু চান (যোহন ১৬ঃ২৩)। তার মানে, যীশুর আদর্শলিপি অনুযায়ী তারা যেন প্রার্থনা নিবেদন করেন। সেই কারণেই খ্রীষ্টানরা তাদের প্রার্থনার শেষে বলেন ঃ ‘‘যীশুনামে চাই, আমেন।’’ আমেন একটি হিব্রু শব্দ, এর অর্থ ‘‘তাই হোক।’’ আমরা সব কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে পারি। ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমার জন্য (১ যোহন ১ঃ৯), বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য (মার্ক ৯ঃ ২৪), জীবনের প্রয়োজনের জন্য (মথি ৬ঃ১১)।

ব্যথা-ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য (যাকোব ৫ঃ১৫) এহং পবিত্র আত্মা বর্ষণের জন্য (সখরিয় ১০ঃ১), প্রার্থনা করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। প্রার্থনার বিষয়ে কোন কিছুই অবহেলার জিনিস নয়। যীশু শিক্ষা দিয়েছেন। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ চাহিদা অর্থাৎ সব কিছুর জন্যই প্রার্থনা নিবেদন করতে হয়।

''তোমাদের সমস্ত ভাবনায় ভার তাহার উপরে ফেলিয়া দেও; কেননা তিনি আমাদের জন্য চিন্তা করেন।'' - ১ পিতর ৫ঃ৭

আমাদের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়েও আমাদের ক্রাণকর্তার সজাগ দৃষ্টি। প্রেম ও বিশ্বাস সহ আমাদের আন্তরিক আকুতি তাঁর হৃদয়ে পৌছালে তিনি তৃপ্তি অনুভব করেন ।

## ৩। ব্যক্তিগত প্রার্থনা

অনেক কিছুই আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধুদের থেকে পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে চাই।

সেইজন্যই ঈশ্বর আমাদের ভারমুক্ত হতে ব্যক্তিগত প্রার্থনার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা একা-একা নিরালে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি। সর্বশক্তিমান পিতা আমাদের থেকে বেশি করে আমাদের গোপন সংশয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও ভাবগতিকের বিষয়ে অবহিত। কিন্তু অন্তরঙ্গ প্রেমের যোগ্য অনন্ত জীবনের সহযাত্রীর কাছে আমাদের প্রাণ খুলে বলতে হবে। আমাদের ক্ষতস্থান যীশুর পরশ পেলে তবেই আরোগ্য হতে শুরু করে। আমরা যখন প্রার্থনা করি, আমাদের মহাযাজক যীশু আমাদের সাহায্যার্থে আমাদের সন্নিকটে বিরাজমান থাকেন ঃ

''কেননা আমরা এমন মহাজাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্বলতা ঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন বিনা পাপে। অতএব আইস আমরা সাহসপূর্বক অনুগ্রহ- সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি, এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই।'' -- ইব্রীয় ৪ঃ১৫-১৬

আপনার কি উদ্বেগ, মানসিক চাপ কিম্বা অপকর্মের জন্য মনস্তাপ হয় না? এসব প্রভুর সন্নিকটে নিয়ে অসুন। তিনি আমাদের যা দরকার কেবল তখনই সরবরাহ করতে সক্ষম। ব্যক্তিগত প্রার্থনার জন্য কি কোন বিশেষ স্থান রয়েছে?

''তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ করিও আর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্তমান, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও -- তিনি তোমাকে ফল দিবেন।'' -- মথি ৬ঃ৬

পথে চলতে চলতে, কর্মরত অবস্থায়, কিম্বা জাগতিক প্রমোদ বিনোদন অনুষ্ঠানে প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টবিশ্বসীকে প্রতিদিন ব্যক্তিগত প্রার্থনার জন্য এবং বাইবেল অধ্যয়নের জন্য একটু সময় আলাদা করে রাখতে হবে। যখন মন এবং প্রফুল্ল থাকে প্রত্যহ সেই সময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করুন। আপনার সফলতা অনিবার্য।

## ৪। প্রকাশ্য প্রার্থনা

অপরের সঙ্গে প্রার্থনায় মগ্ন হলে বিশেষ প্রেমবন্ধনে ঈশ্বরের শক্তি বিশেষভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

''কেননা যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্র হয় সেইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।'' - মথি ১৮ঃ২০

পরিবারে সমবেত প্রার্থনাশীল জীবনের উন্নয়ন আমাদের পরম লক্ষ্য হওয়া দরকার। আপনাদের সন্তানদের শিক্ষা দিন আমাদের সমূহ অভাব সংকটের কথা অমরা ঈশ্বরকে বলতে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে তাহলে ঈশ্বরের অনুদান পেয়ে শিশুরা উৎসাহ লাভ করবে। প্রার্থনার অসীম শক্তি তারা উপলব্ধি করে পরমানন্দ লাভ করবে। পারিবারিক উপাসনাকে সুখকর এবং স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক করে তুলুন।

## ৫। প্রার্থনার উত্তর লাভের সাতটি রহস্য

মেশির প্রার্থনায়, লোহিত সাগর দ্বিধাবিভক্ত হয়। এলিয়ের প্রার্থানায় আকাশ থেকে অগ্নি নেমে আসে। দানিয়েলের প্রার্থনায়, স্বর্গদুত হিংস্র সিংহের মুখ রুদ্ধ করে। বাইবেলে প্রার্থনার উত্তর লাভের এমন ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। যীশু অঙ্গীকার করেছেনঃ

''যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাঞ্চা কর, তবে আমি তাহা করিব।''
-- যোহন ১৪ঃ১৪

তথাপি অনেক প্রার্থনার উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু কেন? এখানে আপনার সাহায্যকল্পে সাতটি প্রার্থনার বলিষ্ট পদ্ধতি আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

(১) খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে থাকা

''তোমরা যদি আমাতে থাক এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাঞ্চা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।''
-- যোহন ১৫ঃ৭

(২) ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা

''আর তোমার প্রর্থনায় বিশ্বাসপূর্বক যাহা কিছু যাঞ্চা করিবে সে সকলই পাইবে ।''
-- মথি ২১ঃ২২

বিশ্বাস রাখা মানে, আমরা আমাদের স্বর্গীয় পিতার উপর আস্থা রাখব যে, তিনি আমাদের প্রার্থনা পুরণ করবেন। বিশ্বাসে ঘাটতি থাকলে, প্রাণকর্তার অলৌকিক ঘটনার একটি কথা স্মরণে রাখবেন যা তিনি অবিশ্বাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। আর সেই বিশ্বাসহীন পিতা তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন।

''বিশ্বাস করিতেছি, আমার অবিশ্বাসের প্রতীকার করুন।'' - মার্ক ৯ঃ২৪

যে বিশ্বাস আপনার স্বাভাবিক সেটাই কাজে লাগান উৎকট বিশ্বাসের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নাই।

(৩) ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিনিতভাবে আত্মসমর্পণ

''তাঁহার উদ্দেশ্যে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাচঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচঞা শুনেন।'' -- ১ যোহন ৫ঃ১৪

ঈশ্বর এক সময় '' বলেন। এক এক বার আমদের অন্যদিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। প্রার্থণার মাধ্যমে অমরা ক্রমশ বেশি করে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে থাকি। ঈশ্বরের উত্তরের প্রতি আমাদের সচেতন থাকা উচিত। আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে মিলে যায়। পবিত্র আত্মা ''পবিত্রগণের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই অনুরোধ করেন'' (রোমীয় ৮ঃ২৭)

(৪) ধৈর্য্য সহকারে ঈশ্বরের অপেক্ষা

''আমি ধৈর্য্য সহ সদাপ্রভুর অপেক্ষা করিতেছিলাম, তিনি আমার প্রতি মনোযোগ করিয়া আমরা আর্তনাদ শুনিলেন।'' -- গীত ৪০ঃ১

মূল কথা হচ্ছ ঈশ্বর এবং তাঁর সমাধানের প্রতি আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্ট রাখতে হবে। ধৈর্য সহ তার উত্তরের অপেক্ষা করতে হয়।

(৫) কোন প্রকার পাপে লিপ্ত থাকা চলবে না

''যদি চিত্তে অধর্মের প্রতি তাকাইতাম তবে প্রভু শুনিতেন না।'' -- গীত ৬৬ঃ১৮

জ্ঞানকৃত পাপ অমাদের জীবনে ঈশ্বরের শক্তিতে অসীম বিঘ্ন আনয়ন করে, ফলে আমরা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি (ফিনাহিয় ৫৯ঃ১-২)। এক হাতে পাপকে আঁকড়ে ধরে থেকে আপনি কোক্রমেই অন্য হাতে পরমেশ্বরকে ধরে রাখতে পারেন না। একনিষ্ট স্বীকারোক্তি এবং অনুশোচনার আগুন এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

আমাদের কুচিন্তা মুক্ত করতে ঈশ্বরকে সুযোগ না দিলে আমাদের কথা চিন্তা এবং কার্যকলাপে ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করতে না পারলে, আমাদের প্রার্থনায় কোন ফল পবে না।

''যাচঞা করিতেছ, তথাপি ফল পাইতেছ না; কারণ মন্দভাবে যাচঞা করিতেছ, যেন আপন আপন সুখাভিলাষে ব্যয় করিতে পার।'' -- যাকোব ৪ঃ৩

স্বার্থপর প্রার্থনার উত্তরে ঈশ্বর মুখের উপর ''না'' বলে দেন। ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও ইচ্ছার প্রতি কান খোলা রাখুন, তাহলে তিনিও আপনার প্রার্থনায় কর্ণপাত করবেন।

''যে ব্যবস্থা শ্রবণ হইতে আপন কর্ণ ফিরাইয়া লয় তাহার প্রার্থনাও ঘৃণাস্পদ।''
-- হিতোপদেশ ২৮ঃ৯

(৬) ঈশ্বরের আবশ্যকতা অনুভব

যারা ঈশ্বর এবং তাঁর শক্তিকে জীবনে পেতে ইচ্ছা করেন, তাদের প্রার্থনায় ঈশ্বর সাড়া না দিয়ে পারেন না।

''ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।'' -- মথি ৫ঃ৬

(৭) সদাসর্বদা প্রার্থনা

সদাসর্বদা প্রার্থনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে যীশু নিরুৎসাহহীন এক বিধবার দৃষ্টান্ত কাহিনী উল্লেখ করেছিলেন, যিনি এক বিচারকর্তার কাছে বারংবার নালিশ নিয়ে আসতেন সুবিচারের আশায়। অবশেষে তিতিবিরক্ত হয়ে বিচারক মনে মনে ঠিক করেছিলেন, ''এই বিধবা আমাকে ক্লেশ দিতেছে, এই জন্য অন্যায় হইতে ইহাকে উদ্ধার করিব।'' তারপর যীশু আরও বলেছিলেন, ''তবে ঈশ্বর কি আপনার সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতীকার করিবেন না, যাহারা দিবারাত্র তাঁহার কাছে রোদন করে?'' (লুক ১৮ঃ৫-৭)।

আপনার সমূহ প্রত্যাশা ও স্বপ্নের কথা ঈশ্বরকে বলুন। বিশেষ আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন। তিনি অবশ্যি আপনার প্রার্থনা শ্রবণ করবেন।

## ৬। দূতগণ প্রার্থনাকারীদের পরিচর্যা করেন

গীতরচয়িতা সোল্লাসে ঘোষণা করেছেন যে স্বর্গদূতের পরিচর্যার মাধ্যমে ঈশ্বর তার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন ঃ

''আমি সদাপ্রভূর অন্বেষণ করিলাম, তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, আমার সকল আশঙ্কা হইতে উদ্ধার করিলেন।' . . .সদাপ্রভুর দূত, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের চারিদিকে শিবির স্থাপন করেন।'' -- গীত ৩৪ঃ৪-৭

আমরা যখন প্রার্থনা করি, আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে ঈশ্বর দূতগণকে প্রেরণ করেন (ইব্রীয় ১ঃ১৪)। প্রত্যেক খ্রীষ্টবিশ্বাসীর এক জন পরিচারক স্বর্গদূত রয়েছেন ঃ
''দেখিও এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একটিকেও তুচ্ছ করিও না; কেননা আমি কহিতেছি, তাহাদের দূতগণ স্বর্গে সতত আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন।'' -- মথি ১৮ঃ১০

আমাদের প্রার্থনার সুবাদে ঃ

''প্রভু নিকটবর্তী। কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ববিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাচঞা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর। তাহাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে।'' -- ফিলিপীয় ৪ঃ৫-৭

## ৭। খ্রীষ্টীয় জীবনধারা

বাইবেল খ্রীষ্টীয় জীবনধারার সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়। ইফিষীয় ৪ঃ২২-২৪ পদ অনুসারে, খ্রীষ্টান প্রতারণার অভিলাষে ভ্রষ্ট ''পুরাতন জীবনধারা'' পরিত্যাগ করে ''নতুন মনুষ্যকে পরিধান'' করে সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্টি হয়। সুতরাং মানুষ খ্রীষ্টে সম্পূর্ণরূপে নতুন মানুষে পরিণত হয়।

এই গাইড সহ পরবর্তী ৬টি গাইডে প্রদর্শিত হবে খ্রীষ্টীয় জীবনধারা; প্রকাশিত হবে সুখী খ্রীষ্টীয় জীবনের সুপ্ত রহস্য। এই জীবনশৈলী অনুসরণ করলে খ্রীষ্টের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সুতরাং আজই খ্রীষ্টের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খ্রীষ্টের শান্তির রাজত্বে পরম বিজয়োৎসব পালনের ভাগীদার হয়ে উঠুন ।

প্রার্থনার উত্তর লাভের রহস্য

আবিষ্কার গাইড ১২ পাঠ করে এই উত্তর পত্রটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করুন ।

উপযুক্ত এবং সঠিক উত্তরের পরে (X) ঠিক চিহ্ন দিন

১। প্রার্থনা হল

____ ঈশ্বরের সঙ্গে দ্বিমুখি কথোপকথন।
____ আপনার অন্তরের কথা ঈশ্বরকে বলা।
____ মন্ডলীর সাধুসন্তের সঙ্গে সংযোগ করা।
____ দিনে পাঁচবার গতানুগতিক রীতিরেওয়াজ।
____ ঈশ্বরের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক রক্ষা।

২। আমরা প্রার্থনা করি

____ পাপ ক্ষমার জন্য।
____ বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য।
____ আমাদের দৈহিক প্রয়োজনের জন্য।
____ সব কিছুর জন্য।
____ পবিত্র আত্মা বর্ষণের জন্য।
____ কেবল বড় বড় বিষয়ের জন্য।
____ রোগীদের আরোগ্যের জন্য।
____ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য পর্যন্ত।

আবিষ্কার গাইড ১২ পুনরায় পাঠ করে মন্তব্যগুলি সত্য হলে সত্যের নিচে এবং মিথ্যা হলে মিথ্যার নিচে দাগ দিন ঃ

৩। সত্য । মিথ্যা আমরা প্রার্থনা করি যাতে ঈশ্বর আমদের সাম্প্রতিক চাহিদা জানতে পারেন।
সত্য । মিথ্যা আমরা প্রার্থনা করি যাতে আমাদের মহাযাজক যীশু আমাদের প্রতি করুণা পরায়ণ হন।

৪। সত্য । মিথ্যা অপরের সঙ্গে প্রার্থনা করেল বিশেষভাবে ঈশ্বরের শক্তি পাওয়া যায়।
সত্য । মিথ্যা প্রকাশ্য প্রার্থনার সময় কমপক্ষে ৩০ মিনিট হতে হবে।

৫। সত্য । মিথ্যা আমাদের প্রার্থনার উত্তর কদাচিৎ আসে।
সত্য । মিথ্যা আমাদের প্রার্থনা ক্রমশ বেশি করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আনে।
সত্য । মিথ্যা প্রার্থনা করে ধৈর্য্য সহকারে ঈশ্বরের উত্তরের অপেক্ষা করতে হবে।

সত্য । মিথ্যা ঈশ্বরের থেকে উত্তর না আসা পর্যন্ত আমাদের অবিরত প্রার্থনা করতে হবে।

৬। সত্য । মিথ্যা আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে দূতগণ ঈশ্বরকে সহযোগিতা করেন।

মূল প্রশ্ন ঃ প্রার্থনার মাধ্যমে আপনাদের জীবনকে দিব্য শক্তির সংস্পর্শে রাখার বাসনা কি আপনার আছে? _____